দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 24 MAR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

198

সাক্ষাৎকার

দেশপ্রেম ছাত্র রাজনীতির ভিত্তি হওয়া উচিত

—ডঃ মোহাম্মদ আলী

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও শিক্ষাঙ্গণে প্রত্যাশিত শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিক্ষক মণ্ডলীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা যদি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন, কর্তব্যনিষ্ঠ হন, ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থ থেকে দূরে থাকেন এবং পারস্পরিক সুসম্পর্কের আওতায় কাজ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও শিক্ষাঙ্গণে শান্তি-শৃংখলা অনেক খানি নিশ্চিত হতে পারে।

কথা হচ্ছিল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং শহীদ আনোয়ার গার্লর্স কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মুহাম্মদ আলীর সঙ্গে। শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গণের নাজুক পরিবেশ নিরসনে শিক্ষকদের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে তিনি এ কথাগুলো বললেন।

তিনি আরও বললেন, এ ক্ষেত্রে সচেতন ছাত্র সমাজ এবং অভিভাবক মণ্ডলীরও বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। তার ভাষায়, ছাত্র সমাজ যদি জ্ঞানার্জনকে পবিত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে এবং শিক্ষা জীবন ব্যাহত ও শিক্ষাঙ্গণের পরিবেশ কলুষিত হতে পারে এমন কাজ ও আচরণ থেকে বিরত থাকে, তাহলে বর্তমান পরিস্থিতির দ্রুত অবসান ঘটতে পারে। যেহেতু পরিবারই শিক্ষার প্রথমিক কেন্দ্র সুতরাং ছাত্রদের মানস গঠনে পরিবার বা পরিবার প্রধানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবার প্রধান সতর্ক ও সচেতন থাকলে ছাত্র ছাত্রীরা বিভ্রান্ত হতে পারে না।

ডঃ মুহাম্মদ আলী দীর্ঘ ৩৪ বছর শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন। শিক্ষা জীবনে ঈর্ষণীয় কৃতিত্বের অধিকারী ডঃ আলী ছাত্র জীবনে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।ভাষা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঐ আন্দোলনে তিনি কারাবরণও করেন। ছাত্র রাজনীতির প্রসঙ্গে তিনি বললেন, ছাত্র রাজনীতির তিনি বিরোধী নন। তার মতে, ছাত্রদের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়া বা থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে সে রাজনীতি হতে হবে নিয়মতান্ত্রিক, অহিংস ও কল্যাণমুখী। ব্যক্তি বা দল বিশেষের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া ছাত্রদের উচিৎ নয়। দেশ প্রেম এবং মঙ্গল বোধই ছাত্ররাজনীতির ভিত্তি হওয়া উচিৎ।

শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস প্রসঙ্গে ডঃ আলী বললেন, এটা শুধু দুঃখজনক নয় জাতির জন্যে উদ্বেগজনকও বটে। শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস প্রতিহত করতে হলে ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক এবং সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে এক যোগে কাজ করা উচিৎ।

কলেজের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালনের বাইরে ডঃ মুহাম্মদ আলীর দিন কাটে লেখাপড়ায়। পরিবারের দায়িত্ব পালন করেন প্রধানতঃ তার স্ত্রী। তার এখনকার একমাত্র লক্ষ্য শহীদ আনোয়ার গার্লর্স কলেজকে শিক্ষার একটি আদর্শ পাদপীঠ হিসাবে গড়ে তোলা।

উল্লেখ্য তিনি গত বছরের জুলাইয়ে এ কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

—গুলশান আহমেদ